প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৬

প্রকাশক ও পরিবেশক
অবনীরঞ্জন রায়
কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ১২

মুদ্রক
মানসী গুহঠাকুরতা
শাশ্বতী প্রেস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ১২

এষা-কে

সূচীপত্র

স্থান কাল পাত্র

কি ভীষণ লাফিয়ে লাফিয়ে
চলে গেল দিন। কত কত দিন!
কোথায় এলাম কোন সাল এটা?
প্রশ্নের মুখোমুখি থমকে থেকে
দেখলাম, একটা দিন আর একটাকে
ধাওয়া করল। পিছু নিতে নিতে
শুধু অনুভব করা গেল;

অনেক ভাঙচুরের পরও
আমাদের মুখে তেমনি
গ্রীকমূর্তির সেই একরোখা ভঙ্গি
খোলতাই বাহার।

ভিতের পর ভিত পালটে চলেছি আমরা
চলেছি, যাতে কোনো একটা সময়ে
কোনো একটা জায়গায়
কঠিন পায়ে সটান দাঁড়িয়ে
নিজেদের সবটাই ছড়িয়ে মিলিয়ে দেখতে পাই।

মাঝখানে কি যে হয়ে গেল
হিসেব কষাই হয়নি
শুধু কতকগুলো দিনের দস্যিপনা
সর্বাঙ্গে অস্থির ঢেউ হয়ে লেগে আছে।

ফিরে আসা

ঝম্ ঝম্ বর্ষা বুকে ফিরে আসি
ফিরে আসি বিক্ষোভের সমাবেশে
ধারালো বিদ্রূপের মুখোমুখি
গুপ্তির লুকোনো ঈর্ষায় ;

যেখানে প্রত্যেক লহমা আচমকা রক্তমাখা
আরকে জীয়ানো ফুল পাঁজর পেষা নিশ্বাস
আঁটোসাঁটো ঘেরাওয়ের গুমোট, আঁশটে গন্ধ

দাবানল প্রতীক্ষার টানে ফিরে আসি—
মেঘের দাপট আমার ভালোবাসা
দু পায়ে উছলায় সমুদ্রের ঢেউ।

তোমার মুখের আলো

তোমার মুখের আলো
আমাকে আলো হতে বলে।

কানাকুনোয় অলিতে গলিতে যে অন্ধকার
যে অন্ধকার
ধমনির পাকে পাকে
থিতনো মগজের কোটরে
চোখের তারায়
—কিলবিলে সরীসৃপ,
যে অন্ধকার দূরপাল্লার দেওয়াল,
তাকে ভ্রূকুটি ব'লে মনে হয়—
তোমার মুখের আলোয়
নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ফেলতে ;
তাকে খান্ খান্ করব
আমি আলোর বান হয়ে যাব, বলি।

সম্পাদক মশায়

সম্পাদক মশায়,
ফেরবার আশায় পিঠে ডাকটিকিট বেঁধে
একটি কবিতা চলল আপনার দপ্তরে।

নাক উঁচিয়ে আপনি যখন
শব্দ উপমা ছন্দ ব্যঞ্জনা
—এই সবের সার্থক প্রয়োগ বিচারে ব্যস্ত,
আপনি তো জানলেন না,

এদিকে আমরা দু জন ততক্ষণে
মিলেছি সবচেয়ে সেই উঁচু চূড়ায়!
(প্রজ্ঞার বোঝা ঠেলে
যেখানে যাওয়ার কথায় আপনার ভিরমি লাগে।)
চোখ ভ'রে দেখার আর মানা নেই আমাদের—
সেই আনন্দ লাগল সব কিছুতে
দুলে দুলে নেচে উঠল বসতি আর বনবাদাড়।

আরও শুনুন,
ও একটা মূর্তি গড়ল
যার প্রতিটি রোমকূপে বিস্ময়
পেশীর খাঁজে খাঁজে উল্লাস
চিতোনো দুই কাঁধে চাড় লাগাবার রোখ

সম্পাদক মশায়,
জানি কবিতাটি ফেরত আসবে—
ঠাস পণ্ডিত আপনি;
ওই তো লগি হাতে চলেছেন তল মাপতে,
আর নেহাৎই কবির ভাগ্য যদি জোর
খুঁজছেন একতিল স্পেস,
তবু নথিপত্র দলিল দস্তাবেজে
মুখ-গুঁজে-থাকা আপনাকে
কি ক'রে বোঝাই এ-কথা—

বাহুতে বাহুতে আমরা বেঁধেছি
অনন্ত কালের উৎসব।

শোনো

হাজার কথার পরও
শেষ কথাটা বাকিই থাকে।

এই তো এলে
বসলে
কথা বললে

কথার পিঠে পিঠে
কত মেঘ কত বৃষ্টি
জুড়িয়ে গেল জ্বালা
কথার পিঠে পিঠে
সমুদ্র
ঝড়ের ঝাপ্‌টা

তুমি বললে,
আমি বললাম
কথা

কথায় কথায়
ফুটে উঠল নিটোল পৃথিবী।

যখন ফিরবে বলে পা বাড়ালে
মনে হ'ল
মনে হ'ল
শেষ কথাটা বাকি

বললাম, শোনো
শুনে হাসলে, এই !

নির্ভাবনায় হাত পা ছড়াতে গিয়েই
ডাকলাম ফের

দেখি খালি রাস্তায়
গড়াচ্ছে একটা শব্দ :
শোনো

নক্ষত্রের নিচে

ছড়ানো নক্ষত্রের নিচে
কে একজন হাঁটে।
শূন্যে নীল জোয়ার,
গাছে অদূর মাঠে
ঘন থইথই অন্ধকার।
শরীরে শিউরে ওঠে
আঙুলে বেহাগ হয়
অন্ধকার, নীরবতা।

সে বলেছিল, আসবে।
দক্ষিণের দোর খুলেছিল ;
দিগ্বলয় অবধি
গুমরে উঠেছিল মৌসুমী সমুদ্র।

তারপর গর্জমান হাওয়ায়
জনপদ বাজার বন্দরে
সমুদ্রের ভয়াল সমাচার রেখে
সেই পরাক্রান্ত জ্যোতির্বলয়ে
মিলিয়ে যেতে যেতে
আভাসে বলেছিল,
আসবে একদিন
তাকে নিয়ে যাবে।
সে বলেছিল।

এদিকে জীবন তাগাদা দিল
জন্মের দেনা।
কালান্তক শোক বুকে নিয়ে
পড়শী খুঁজল ভাগীদার।
দু চোখে ডাগর স্বপ্ন
সর্বাঙ্গে কালশিটের চড়া, মাথা তুলল

আসবে, সে বলেছিল।
তাকে নিয়ে যাবে।

ছড়ানো নক্ষত্রের নিচে
কে একজন হাঁটে।
আঙুলে বেহাগ হয়
অন্ধকার
নীরবতা।

অজ্ঞাতবাসের পর

আবার ঘুরব রাস্তায়
নামব লোকেদের ভিড়ে
পায়ে পায়ে জরিপ করব লোকালয়
সকাল-সন্ধ্যে চক্কর খাব
অস্থির করব ভয়কাতুরে মুহূর্তগুলোকে
রাত্রিকেও
চড়া গলায় বেসামাল অথই
ভীষণ দোলাব স্থাবরকে।

আমার জানা হয়ে গিয়েছে, প্রজ্ঞা
এক হিম ক্লৈব্য
প্রাজ্ঞজনেরা অদ্ভুত চীজ।
কসাইখানার মতো
গেরুয়া আলখাল্লার আড়ালে
ব্যভিচারের মতো
সারে সারে বিকট প'ড়ে আছে
শিক্ষালয় সভাগৃহগুলো।
একটা লহমার উৎক্ষেপে
অসহ একঘেয়েমিতে তির্যক সিদ্ধান্তে
ছেড়ে যাব।

ওরা আসুক
জড়ো করব

মেলার দিনগুলো
পরবে ধোয়া মুখগুলো।
ঝকঝকে রোদে
পাগলা আলোয়
রহস্য ঘেরা বনে তেরছা বিকেলে
গড়িয়ে যাব।

টাটকা টলটলে হৃৎপিণ্ডে
ধরব
মেয়েলি ছড়ার লয়
রূপকথার বিরাম
কিশোর শিহর
না-ছোঁয়া কুমারীর বুকের ডৌল
ধানের শিষে দুধের সঞ্চার
দিগন্তে দুলতে থাকা নিশান
সারে সারে মিছিলের ফুটন্ত তেজ।

পীর পয়গম্বরে মোহ নেই
সঙ্ সাজব না ঋষির
ক্লীবের সঙ্গে কিসের লড়াই!

মেহনতে গড়ব অভিনব ভঙ্গি
একবুক হাওয়া টেনে
নিরিখ মতো
বিষাদের দিকে ছুঁড়ে মারব অভিযান

অবিস্মরণীয়

যত দূরেই যাও
আমি তোমারই ছায়ায় অনির্বাণ।
আমার বুকে সেই ক্ষণ;
মরা ধুলোয় শবভার বয়ে যেতে যেতে
আশ্বিনের খনি থেকে ছলকে-পড়া রোশনাই
পলকে শুষে নিয়েছি স্নায়ুতে শিরায়।

আমার পানে উন্মুখ
বন্ধুর একটি হাত,
যত দূরেই যাও;
যোজন-শূন্য
অন্ধকার
ব্যথার ভারে ট'লে ওঠে।
মাঝরাতে অসাড় বনমালা
জ্যোৎস্নায় আকুল হয়।
শূন্য কোটরের মতো ধূ ধূ রাত্রির শিথান বেয়ে
গ'লে গ'লে নামে, ছড়িয়ে যায় ভোর।

ভিনগাঁয়ের

ভিনগাঁয়ের ঢ্যাঙা লোকটা ফিরে গেল।
তার কাঁধের সেই কিম্ভুত ঝোলায়
রাজ্যের খোশমেজাজি গল্প
ডোরাকাটা রঙের জড়োয়ায়
তুড়ুক তুলতুল হেঁয়ালি।

জাগায় স্বপ্নে অবিশ্বাস্য সুদূরে হারিয়ে গিয়ে
বুকের কোন পাথার থেকে
সে কথা উপড়ে আনত
রোদবৃষ্টির নক্সিতে
বুনত বারোমাসের পালা।
এই গ্রাম দুলে উঠত।

ও চ'লে যেতে
গ'লে পড়ল কান্নায়
তারপর চোখ মুছে
দিগ্বিদিকে দিশেহারা ছুটল এই গ্রাম :

কোথায়, কোন মুখে গেল হে
আমার দরদিয়া !

সমুদ্রে

বসন্ত জ্বলছে দাউদাউ
ছড়ানো মাঠে কাঁচা সোনার টাল
ধানের ছড়া ঠোঁটে
আকাশে উড়ছে পাখি
মরকত নীলায় দুলছে বিস্তীর্ণ মণ্ডল

দিগন্তে উপছানো ফেনা
অশান্ত গর্জন ডাকছে।
অনড় মাস্তুল কি ভাঙবে ?

মাল্লা কয়জন
যারা নোনা হাওয়ায় পুড়েছ বহুকাল
চিতি কাঁকড়ার ছোবলে জাগর
কোনো মায়াবিনীর মোহে অগাধ
প্রত্যেক প্রহরকে ঘা দিয়েছ
ঝাপটাকে গুঁড়িয়েছ বৈঠায়
স্থির অবিচল ;
নোঙর তোলো

কম্পাসের কাঁটা দুলছে
বসন্ত জ্বলছে দাউদাউ।

শোক

তারপর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সে বলল :

আমার মুখ আমি তুলে ধরলাম
একে রক্তাক্ত করো।
আমার হৃৎপিণ্ড শূন্যে দোলালাম
জখম করো।
আমার চোখ
মেঘের পাঁজর ফাটিয়ে রামধনু এনেছিল
আমাকে অন্ধ করো।
আমাকে পাহাড় গড়ো পাহাড়
নিঃসাড় কঠিন।

হঠাৎ শব্দে সে দেখল ঝর্ণা
ঝর্ণা হয়ে গেল নদী, নদী সমুদ্র।
সে আদিগন্ত ডুকরে উঠল :

আমাকে ভুলতে দাও ভালোবেসেছিলাম।

ওই মুখ

ওই মুখটি আমি গড়েছি
তোমরা দেখে নাও আমার সমৃদ্ধ দেশ
ওই চোখদুটির মণিপদ্মে দিয়েছি
দিব্য আকাশ
তার জাগরণে তোমরা সূর্যস্নান করো
সুপ্তিতে বিরাজ অরণ্যের মৌনে

তোমরা শোনো একটি হাসি
শোনো শৃঙ্খল ভেঙে গেল দাসত্বের পীড়নের
লগ্নে বাজল অভিযান

তোমরা তাকে নামে জানো
পরিচয়ে যে কোনো এক মেয়ে
আমি জানি আশ্চর্যকে
কেননা এই আমি
ওই দুটি ঠোঁটে বহিয়েছি উজ্জীবন।

প্রতিবাদে

তবু প্রতিবাদে ঝলকাব
ভাস্বর হব আকাশজয়ী রামধনু প্রাণে।

যতই টাল করো ভাঙাচোরা বিগ্রহ
বিমুখ লড়াইয়ের পুতুলগুলো
মজ নরকের কবন্ধ প্রলাপে ;

আমি জানি
আছে দিন রাত্রি অফুরান
আছে ছয়টি ঋতুর খেলা
মেঘের মেলা দিগন্তভাঙা রোদ
সোনার খনি গলা সন্ধ্যা
আছ তুমি আছি আমি—অনেকজন।

দীপ্ত ওই সন্ধ্যার চেয়ে
গহন মেঘের চেয়ে
বেগবান দিন রাত্রির চেয়ে—আমরা
মাটির পথ বেয়ে পৌঁছেছি
বাসনা আর বিরামের যাদুতটে ;
শুনেছি জলের শব্দ, জলের শব্দ দূরে।

যতই টাল করো ভাঙাচোরা বিগ্রহ
মত্ত কণ্ঠে ঠোঁটে আকাশে মাটিতে তুলব রলরোল,
ধন্য হ'ল মানব জনম।

রোদ যায় মেঘ যায়

রোদ আসে রোদ যায়।   যায়
অন্ধকার শিকারী
শূন্যে শিহরমান
লেলিহান
চমৎকার দিন।

মেঘ আসে
কালো ঘন মেঘ
বৃষ্টির স্বরে ডোবে পারাপার।
মেঘও যায়।

যায় না সেই আবিষ্ট ক্ষণ ;
আপনমত্ত স্বভাব কাটায় কাল,
সুখী নয় অসুখীও নয়
বহাল তবিয়তে ভাগ্যের সওয়ার।

সবাই বেঁধেছে ঘর
জানা নেই নিশানা, সিংহদরজা বন্ধ বহুকাল।

ওদিকে দিকচক্রবাল ভাঙে আলোর কিরাত
সোনার থালায় আসে ভাদ্রের দিন।
ঘরে ঘরে আবিষ্ট ক্ষণ
যদিও মেঘ যায় রোদ আসে।

এস ঝড় এস বিরাম

•

এখানে এই নোনালাগা দেওয়ালের ঘেরাওয়ে
ডাকছি, এস ঝড় এস বিরাম।

এমন খেলায় এত করে মাতি নি,
আজ সমানে দুলছি
এই মেঘে ওই খরায়।

ভাঙুক ভেঙে যাক অবরোধ
দলি প্রহর মাড়ানো ভয়
জোরালো পায়ে বুকভর সোহাগে ঘা মারি
ঘা মারি রক্তমাংসের শরীরে।

বলি, আমাকে গড়নের যাদু দেখাও,
বয়সের ভাঙনে ভাঙনে
সমস্ত জীবন জুড়ে যে মহিমা ফোটে
তার খোঁজ দাও,
মন্ত্র দাও কোন উচ্চারণে
শরীরে অথই পৃথিবীকে দেখা যায়।

এই ঘরও দিশেহারা হয়
দমকা ধ্ব'সে পড়ে এতদিনের গুমোর।
তেপান্তরের উতলা ডাকে
মরুভূমি টলে সমুদ্র দোলে।

তাকেই

ভালোবাসা চলে গেল দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায়।
দু ধারে উধাও মাঠ ফেলে
বসতি অরণ্য ফেলে
কোলাহল স্তব্ধতা ফেলে
চলে গেল সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা হয়ে।
নিষুত মাঝ রাতে
আমাকে রেখে গেল একা।

এখানে অদ্ভুত দিন কাটে ;
কথার ভারে ক্লান্ত দিন
বাবুয়ানায় ফতুর শহুরে দিন।
ওখানে কাজের জোয়ার ;
শীত আর খরায় ঝলসানো মানুষ
অভাব আর আর খিদেয় বেঁধা মানুষ
খোঁজে দুশমনের আস্তানা।
আমি একা
শুধাই একে ওকে,
তাকে দেখেছ কেউ হে ? জানো পথের নিশানা ?

ফিরে আসি বিদ্রূপ বয়ে,
নির্জন ভ'রে যায় কান্নায়
ঘর টলে কান্নায়
দিগন্তের বাঁধে ভাঙে ব্যথিত আকাশ।

তোমাদের তবু বলি,
শোনো আকাশ পৃথিবী মানুষেরা,
আমি তাকেই চাই
যে স্বপ্ন আর সাধ দিয়েছিল
যে মুগ্ধতা আর ঘৃণা দিয়েছিল
যে শরীর-জুড়নো লাবণ্য আর তেজ দিয়েছিল।

তাকেই খুঁজি উদয়াস্ত তোমাদের উদাসীনতায়।

বিদ্রোহের শিখরে জড়ো করি ক্ষোভ
শত্রুকে দিই ধিক্কার ঘৃণা
তারা দেখুক বাসনা জাগে
আমার বাসনা জাগে সুপ্তিতে স্বপ্নে আর কোলাহলে ;
সে ফেরাবে ভালোবাসার মুখ।

চিড়িয়াখানার পশুরাজ

ছিলে তো মেঘছোঁয়া অরণ্যের একচ্ছত্র অধিপতি,
হুঙ্কারে দাপটে টলাতে আযোজন
লেজের নাচে বলিহারি দেমাক
মাটির কলজে ফেড়ে ফোটাতে স্বাক্ষর।

চাঁদোয়া ছিল আকাশ
অর্জুন অশথ দোলাত চামর
হরিণ নেকড়ে বরা রটাত তোমার বন্দনা।

আজ এ কি রূপ!
নেই বাহার নেই তেজ।
শরীরে কাদা, চোখে ছানি, ধুঁকছ হরদম,
পথ্যি কিছু মরা মাস, পানীয় নোংরা জল,
পরিচর্যায় সহায় একমাত্র কল্যাণী সহধর্মিনী।

কি সাধ ছিল?
কেন ধরা দিলে ফাঁদে?
মালিকানা বাগালে তাজ্জব খাঁচার?

এধারে ওধারে স্থবির পারিষদ—চিতা কি হায়েনা
মাঝখানে সেজেছ আজব জীব।
কয়েক পয়সার কয়েক পলকের তামাসা।

ছেলে বুড়ো রগড় করে
শহুরে সৌখীন করে খানিক মস্করা
ছুটিতে হরেক রঙের পাল্লায় জোটে বহুৎ বাচাল।
ফিরেও দেখ না নেই কৌতূহল
তুমি ক্লান্ত নির্বিকার লোলচর্ম দার্শনিক।

কোথায় সেই কেশরকলাপ!
কোথায় আযোজন-অহংকৃত-ক্ষুব্ধ মহিমা!
ভুলে যাই স্থান কাল, হাঁকি
'শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর'—
যদি টলে এ আত্মবিস্মরণ, কাটে জরার শৃঙ্খল
যদি জাগো।

একবার দাঁড়াও আপন স্বভাবে বহ্নিমান
ভাঙো হুকুমদারির পরোয়ানা
উপেক্ষায় হাঁকো
গর্জাও—
চিড়ফাড় তল্লাটে ছড়াক ঘোষণা।
থমকাক রাজপথের ব্যস্ততা
কাঁপুন ওই প্রাসাদে প্রাসাদে বিলাসজীর্ণ জীব।

না হয় কাল কাগজে রটবে
'আলিপুর চিড়িয়াখানায় এক পশুরাজের
মাথা বিগড়াইয়াছিল

হুজুর বাহাদুর

হুজুর বাহাদুর, যাচ্ঞা করি কণামাত্র করুণার।
সুপারিশ করুন,
যেন পাই রুজির ফরমান।
ছা বৌয়ের মুখে ফোটাব হাসি
চালে তুলব নতুন খড়।

হুজুর বাহাদুর মালিক আমার,
ইদানীং হৃতপ্রাণ হতবল জরদ্গব
রাজী আছি—দেবো নাকে টানা খত।
কসুর করুন মাফ ;
রক্তের তেজে হয়েছিলাম বেচাল
পা ফস্কে নেহাৎই জুটেছিলাম আগুনের কারখানায়
বারুদের মালিকানায় আনচান।

তোবা.তোবা
ভুখা নাঙ্গার জোটে কে আর যায়!

দেখে ঠেকে সমঝেছি এবার
মগজের হঠাৎ আলোয় সমঝেছি এবার ;
আপন বাঁচাই সার
স্ত্রী পুত্র সংসার সত্য
ইয়ার দোস্ত তত্ত্ব তর্ক অন্তিমে কোন ছার—
এই বোধি এই দিব্যজ্ঞান।

হুজুর বাহাদুর,
অধীন নয় কাতর
লিখে দেবো আত্মশুদ্ধির পবিত্র দাসখত।
নই বেইমান
নিত্য জোগাব নয়া শত্রুর লোভনীয় সমাচার।
নই নিমকহারাম
বাজারে বৈঠকে রটাব অপার প্রশস্তি
জান যায় যাবে ওই পদযুগ সেবায়।

কিন্তু হুজুর বাহাদুর মালিক আমার,
শেষ আর্জি এই :
যেন ভবিষ্যৎ বাঁধা থাকে,
যেন বেঁকে না বসে,
বিনয় নীতি কর্মজ্ঞান বিষয়ে দীর্ঘ সাক্ষ্য লেখে
ইতিহাস।

ট্রিওলেট

ভালোবেসে আজ জীবন আমার ধন্য।
সমঝেছি এই দুনিয়া নেহাৎ ঠাট্টা।
স্বজন দরদী ফন্দি আঁটছে ঘৃণ্য ;
ভালোবেসে আজ জীবন আমার ধন্য।
এবার লড়ছি প্রেমের বিষাণে বন্য,
ব্রাত্য বন্ধু মিলেছে সবাই খাট্টা ;
ভালোবেসে আজ জীবন আমার ধন্য।
সমঝেছি এই দুনিয়া নেহাৎ ঠাট্টা।

সাঙ্গ হয়েছে আজ্ঞে-হুজুর-পালা,
এবার পরেছি যুদ্ধজয়ের বেশ।
বুকের গভীরে পরম পিরিতি জ্বালা—
সাঙ্গ করেছি আজ্ঞে-হুজুর-পালা।
ভীষণ শত্রু মানছে না কোনো ক্লেশ,
বুঝেছে আমার পাওনা বিজয়মালা।
সাঙ্গ হয়েছে আজ্ঞে-হুজুর-পালা
এবার পরেছি যুদ্ধজয়ের বেশ।

৩

এই তো সময় অসম সাহসে রুখবার।
অবয়বে জ্বলে দিব্য দাহন দীপ্তি।
পরোয়া কিসের ঘোষণা ফিরুক সোচ্চার—
এই তো সময় অসম সাহসে রুখবার।
তোমার দু চোখে আমার অপার মুক্তি,
ওদিকে বাচাল নারকীয় ফেরে তোলপাড়;
এই তো সময় অসম সাহসে রুখবার।
অবয়বে জ্বলে দিব্য দাহন দীপ্তি।

চিহ্ন

১. প্রথম আলাপ

গ্রে স্ট্রীট পার হয়ে
আমরা খালের দিকে পা বাড়ালাম
আকাশ ডানা মেলল
ঝলকে উঠল ঠাণ্ডা ধারালো মস্ত চাঁদ
মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ !

কথায় জোয়ার লাগল,
অথই কথায় আমরা পাড়ি দিলাম ;
বেলগাছিয়ার ব্রিজে খেলছে কলকাতা
কলকাতা নাচুক ।
আমরা পৌঁছই সারি দেওয়া গাছের গম্ভীর নীরবতায়

আলো ছায়ার জাফরি
রোমকূপে ধ্বংসনগরীর মায়া
শূন্যে টলমল জ্যোৎস্না ।
আমাদের বাঁধভাঙা মাতাল তাজা হৃদয়ে হৃদয়ে
উচ্চারিত হ'ল সন্ধি

২. ফুলের বাগান

ওই তো ফুটেছে লাখে লাখে
হাওয়ায় দুলছে রোদে জ্বলছে
এধারে ওধারে হাসছে
মরশুমী ফুল।

কিন্তু কথা মানো যাব না ফুলের মেলায়
কথা মানো চলো ওই ঘাসের রিক্ততায়
দিগন্তকে আড়াল করো
আকাশকে আড়াল করো
আমার দৃষ্টি তোমাকেই বিঁধুক তোমাতেই উড়ুক

বসন্তের তাবৎ চক্রান্ত ফেঁসে যায়
এই তো পেয়েছি রক্তমাংসের ফুল।

৩. মেঠো রাস্তা

আকাশকে বুকে টানি
শরীরে ভাঙি ঝোড়ো হাওয়া
উত্তাল কবিতায় ভরে তুলি মাঠ।
ফিরছি লোকালয়ে,

আমাদের সন্ধিতে এ জয়যাত্রা।

জয়যাত্রার নিশান ওড়ে লাল আকাশে
খবর ছড়ায় পাখিদের চিৎকারে।

৪. ঘর

তোমরাও এস—
এস চৈত্রদিন
এস ফুলের শোভা
এস উঠোনের চড়ুই
তুমিও এস আমার মা মনি ;
হও খুশির ঝর্ণা ;
দেখ দেখ
আমার ঘরে এল
আনন্দিত দিন
আমার ভালোবাসা।

৫. করিডর

: ওয়ান

: ইয়েস স্যার

: টু

: প্রেজেণ্ট প্লীজ

: থ্রী

: ইয়েস স্যার

: ফোর

সংখ্যায় সবাই উপস্থিত,

কলম হাতে লেকচার-বুভুক্ষু। হুররে

মাস্টার মশায় পেলেন না টের

আমরা দু একজন ভবিতব্যে ছাই দিয়ে

করিডরে ; যেন বা

দুপুর পাহারা ভেঙে

রোদ্দুরে রোদ্দুরে উধাও ছেলেবেলার মাঠে

৬. লন

হোক যে যা হবার
ঘটুক যেখানে যা খুশি ;
একজন উঠে গিয়ে ফরমাশ করো ক্যান্টিনে,
একটু বেআইনী হলেও, যেন লনেই পৌঁছে দেয়
আট দশ কাপ চা।

কেমন লাগল বলো
সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি ?
সমর সেনের কবিতায়
এখনও মেলে আজকালের শহুরে মেজাজ !
এবার থামাও বিষ্ণু দে জীবনানন্দ,
রাখ বাপু মায়াকভ্স্কি ব্রেখ্ট বাকতাল্লা,
ঘরে গিয়ে দেখিসখুনি বোদলেরের ভূত।
ধরো ওহে
এক জন দু জন অথবা সবাই
নবজীবনের কোনো একটা গান।

একদিন হয়তো এই পাম গাছগুলো থাকবে না,
একদিন রোদ এসে খুঁজে পাবে না
এই ঝাঁকড়া গাছটাকে,
কেমন নিষ্ঠুর সময় উপড়ে দিচ্ছে
বুড়ো সিনেটের অস্থি,
সত্যিই তো কোথায় যাবে এই পায়রাগুলো !

না থাক ভালো লাগছে না চারমিনারের ধোঁয়া
বরং কেউ আর একটা গান গাও, একা,
যা বয়ে আনে নীরবতা।

৭. ক্যাণ্টিন

হঠাৎ দেখা গেল
টেবিলে ফেরার তাত্ত্বিক আর বাচাল কবিদের লাশ!
দেখা গেল
চোস্ত্ সওয়ালে নাকাল
তুনিয়া দাঙ্গার সেয়ানা দালাল!
তৃতীয় প্রস্থ চায়ের পেয়ালাই তবে বুঝি
এনে দিল দিব্যজ্ঞান?

কিন্তু ওহে ইয়ারদোস্ত্,
এ পেয়ালাও খতম
ঢের আগেই উজাড় সিগারেটের প্যাকেট।
এস, শেষবার হো হো হেসে ওঠা যাক।

জানি এ আড্ডা শেষ নয়;
কেননা ভেল্কিতে মেতেও
চকিতে শুনেছি—
সাজানো প্লেটের থরে থরে অদ্ভুত বাজনা,
বেসিনে জল ঝরার আওয়াজে দূর জলপ্রপাতের শব্দ

৮. লাইব্রেরি

পাঠ্যসূচী :

ডাকঘরের রূপক ব্যাখ্যা,

তৎসহ অমলের চরিত্র বিশ্লেষণ।

পুঁথির পাহাড়ে হোঁচট খেতে খেতে

জপ করি বিদ্যেবাগীশ গুরুমশায়ের বচন,

সাধনায় মিলবে একদিন বাঁধানো সোনার সড়ক।

হায়রে কপাল!

আমার মন প'ড়ে আছে

কখন শুনব মলের ঝম্ ঝম্!

সুধা এসে বলবে,

বেলা ব'য়ে যায় যে ফুল তোলবার!

৯. গোধূলির ময়দান

চলো—যেখানে
লাল আলোয় ভাসছে
গাছপালা রাজপথ মাঠ,
মনুমেন্ট মেমোরিয়াল দিশেহারা,
আর মানুষ, অগণন মৃত্যুপথযাত্রী
জ্যোতির্ময় বিভা বিকিরণে চলে মৌন বিদ্রোহে।
যেখানে গোধূলি বেলায়
মুখোস ভেঙে শহর দেখে আপন স্থাপত্য গরিমা।

চলো চলো গোধূলির ময়দানে
চলো নতুন মহাদেশে।

১০. কবি সমাধিস্থল

এ সমাধিস্থলে শুয়ে আছে আশ্চর্য হৃদয়,
শুয়ে আছ কবি।
নির্জনে আসে না কেউ
কেবল সৌহার্দ্য মেলে ধরে
মাটি ঘাস তারা সকাল সন্ধ্যা।

শহরের একান্তে নির্জনতা পাব ব'লে
চ'লে আসি দু জন;
এখানে এ সমাধিস্থলে ফোটাব ভালোবাসা।

ও কবি, ও সন্ধ্যামৌন হৃদয়,
দিব্য উচ্চারণে
ডাকো ওই তারাদের,
বহাও অমিত জ্যোৎস্না, সৌরভ,
বহাও আশ্চর্য নদীর ধ্বনি······
আমাদের সন্তাপ ধুয়ে যাক
আমাদের হৃদয় গ'লে যাক রাজকীয় মৌনতায়

চিঠি

আমি ভালো আছি। এখানে মাঠে কনকবরন রোদ খেলছে। সদর দুয়োরে শিউলি ফুলের হাসি মেলে ধরছে সকাল।

রাত ফুরোতেই আমি উঠে পড়ি। টহল লাগাই। দেখি কখন দিগন্ত ভেঙে চুরে আলোয় আলোয় দিশেহারা দুলছে আকাশ। পাহাড়তলির কিনার ঘেঁষে রাঙা ঠোঁট উঁচিয়ে উড়ে চলেছে পাখি। আর আমার এই এতদিনের একঘেয়ে চেনা গাঁ। দেখি, মাটির বাঁধন ছিঁড়ে মস্ত দুই তেজীয়ান ডানা মেলে ওই পাখিদের মতো হালকা শরীরে উড়ে চলেছে।

এই ধাঁধাঁ কাটতে না কাটতে অমনি ভাবেই আর একটা উষা আর একটা সকাল আসে। মাঠে মাঠে খেলে বেড়ায় কনকবরন রোদ।

আমি খুব ভালো আছি।

শুধু তোমাকে মনে পড়লে দিন কালো ক'রে আষাঢ় নামে। আকাশ পৃথিবী চোখের দুই পাতার মতো মিলেমিশে অন্ধ হয়। হাতড়ে ফিরি —তুমি কাছে নেই। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে উপচে পড়ছে কান্না।

অনেকদিন পর

অনেকদিন পর আবার দেখা হ'ল। পুবের উঁচু টিবিটার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসল তিন জন—সূর্য দখিন হাওয়া আর অনেকদিন আগের সেই অবাক ছেলে।

অনেকদিন পর দেখা সবাই উথলে উঠল। এ ওকে জিজ্ঞেস করল : কেমন আছ। সূর্য বলল, ভালো আছি। দখিন হাওয়া বলল, ভালো আছি। আর একজন বলতে গিয়ে থমকে গেল। তার বয়েস হারিয়ে গিয়েছে।

সূর্য বলল, কিসের দুঃখ তোমার। বলো কোন অসুখ, বলল দখিন হাওয়া, আমি ফুল এনে দেবো, দেবো জলের নাচ, বলো।

বয়েস হারানো ছেলেটা বলতে গিয়ে আবার আনমনা হল। তবে কি ফিরে ফিরে জ্বলবে বসন্ত! ফুলের শিখায় জ্বলবে আকাঙ্ক্ষা! জন্মের সীমানা জুড়ে আমরা পুড়ব ভালোবাসার দায়ে!

উল্লাসে ছত্রাখান ছেলেটা বলতে গেল। কিন্তু তখন পাশে কেউ নেই। ঘাসের ডগায় জ্বলছে অনেক সূর্য। মাটির পাঁজরায় ঝড় তুলে নিচের মাঠে লাফ দিয়েছে দখিন হাওয়া।

জন্মদিন

এস সকালবেলার হাওয়া। পাখির ডাক। মাঠের পর মাঠের স্রোত। এস পুরনো বসতির ভুলে যাওয়া গল্প—গনগনে দুপুরে ঘুরে ফেরা, একলা জাগার রাত, ফুল কুড়নোর ভোর, মেলা থেকে ঘরে ফেরা, সমুদ্র পারের অস্থিরতা···একবার এস। আবার ভুলে যাব।

পায়ে পায়ে এসেছি কতদূর! কেননা আলিঙ্গনের উত্তাল উল্লাসক্ষণে শিহরনে শিহরনে গ'ড়ে উঠেছিলাম, ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম মাটির উষ্ণ শুশ্রূষায়, শূন্যে হাওয়ার দুন্দুভি বেজেছিল।

আর সে দিয়েছে দুরধিগম্য দুর্গ জয়ের জ্বালা।

একবার এস ও ছেলেবেলা ও বয়ঃসন্ধি। সকালবেলার হাওয়া ফিরছে, পাখি ডাকছে, মাঠের স্রোত চোখে ভাসছে। একবার মুখোমুখি এস, আবার ভুলে যাব। যাব দূরের দেশে অন্য বাসভূমে।

সেই সব দুঃখ

সন্ধ্যেবেলার ঠাণ্ডা আকাশের নিচে শুয়ে আমরা তারা দেখতাম। মা গল্প বলত।

ছেলেবেলায় পশুশালার ঘোড়ার হ্রেষায় হাতির বৃংহনে ঘুম ভাঙত। চোখ মেলে দেখত রাঙা রোদ খেলছে সাত মহলার চূড়োয়। সেই ঠাট বজায় রাখার লড়াইয়ে বেদোরস্ত কয়েক পরগণায় আগুন ধরিয়ে দাদামশায় ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন। তারপর টাটি-মরাইয়ের ঘরে পালটা দিন কাটে।

গল্পের ঘোরে আকাশের তারা কখনো অবিশ্বাসে ঠিকরে উঠত কখনো ঝাপসা হ'ত।

আমাদের কৌতূহলে তাল রেখে, মা আবার কোনোদিন গল্প বলত। তার রঙ আলাদা। পাড়া পড়শির রঙ্গ আমোদের গল্প, পরবের খুশির গল্প। আমাদের তাজা টগবগে রক্তে সাহসী আর লড়ুয়ে জোয়ানদের কথা জোয়ার ডাকত। হৃৎপিণ্ড থেমে যেত যখন শুনতাম, এক মা জমির দাঙ্গায়, সর্বনাশের তাণ্ডবে, সাত ছেলেকে টাঙ্গি বল্লম তুলে দিয়ে পিঠ ঠুকে দিয়েছিল।

এদিকে আনকথার তোড়ে অনেক দূর ভেসে গেলে আমাদের হুঁশ হ'ত। জিজ্ঞেস করতাম, মা তোমার আপন দুঃখ-দিনের গল্প?

রাতপহর থমথম করত আগ্রহে। মা অনেক করে আমাদের মন ফেরাত; আমরা আকাশে চোখ রেখে তারার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আজ যা সবচেয়ে মনে পড়তে চায় সে গল্প মা কোনোদিন বলেনি।

মেঘের দুপুর

হয়তো আবার কোনোদিন এমনি বেহিসেবী হব। এমনি কোনো মেঘের দুপুরে। যেমন হয়েছিলাম সেদিনের চৈত্রের গাঢ় সন্ধ্যায়, হাওয়ায় হাওয়ায় অফুরান অজস্র সন্ধ্যায়।

এই যে মেঘের পাহাড় বাংলার আকাশে! এই যে মেঘ ঘন দুপুর বৈশাখের পিঙ্গল কলকাতায়! আর বন্ধু এই যে হঠাৎ তোমাকে পাওয়া!

খেলতে খেলতে, জীবনকে উড়িয়ে এলোমেলো গানের ঠোঁটে, পৌঁছই নদীর পাড়ে। নদীতে জাহাজ বোট ডিঙ্গি। জাহাজের ভোঁ। উজানে ফেরানো মাল্লার মুখ। দিক্‌চক্রবালে গল্পের সুদূর দেশ।

সময় বয়ে যায় নদীর ঢেউয়ে। সময় হাসে কৃষ্ণচূড়ার গনগনে তোড়ায়। বাঁকে, মেঘ ভাঙা আলোর স্রোতে নিজের মুখ দেখে সময়। আর হৃদয় নিঙড়ানো গল্পে আমরা দেখি আত্মীয়তার অবিনাশী মুখ।

কোনোদিন বৃষ্টি নামবে, নাচবে শেকলছেঁড়া ঝড়, কোনোদিন চৈত্রের রোদ ধরবে পেখম। আমরা ভুলে যাব দায়, পিছটান। এলোমেলো গানের ঠোঁটে ওড়াব জীবন।

অভিযান

একে একে সবাই ছেড়ে চলে গেলে ; মহাশূন্যময় একাকার অন্ধকারে যে উঠে এল, দাঁড়াল আকাশ পৃথিবী জোড়া ঘোষণায়, সে তার পুরুষকার। আদিম স্পর্ধিত বেগবান।

এমন অদৃশ্য কিন্তু স্পষ্ট মোকাবিলায় স্তম্ভিত সেই একলা মানুষ, পাহাড়ের কোল মাড়িয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে,চমৎকার ভঙ্গিতে ফিরে চলল আবার।

কয়েকটা নুড়ি গড়াতে গড়াতে স্থাবর রাজ্যের অতল খাদ অবধি ঝংকার তুলল। কয়েকটা তারা জ্বলে জ্বলে অন্ধকার রাস্তার দিক চেনাল।

পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া শেষ বন্ধুকে, আঘাটায় অপেক্ষমান রক্তের দোসরকে যে প্রতিশ্রুতি সে শোনাতে পারে নি, আপন চলার মুদ্রায় অহরহ শুনল সেই উচ্চারণ : চলেছি আবার, চলেছি হারানো বিগ্রহ লুঠে নিতে।

খিদিরপুর ডক

১

তোমরাই জানো বটে আসল ঠিকানা।

এই মজাদার রোদে পিঠ এলিয়ে দিয়েছ। শুয়ে গড়িয়ে তাস পিটছ; এ ওর পাওনা মিটোচ্ছ, কিছু কোলে টানছ। কেউ প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিসে মশগুল। কেউ মশগুল বেওয়ারিশ কুকুর ছানার সঙ্গে খেলায়। গড়াচ্ছে কয়েকটা খালি বোতল; কাক চিল ছোঁ মেরে তুলছে আধখাওয়া মাংসের হাড়। ভ্রূক্ষেপ নেই।

এক্ষুণি কাপ্তান সাহেব ফুঁকবে তল্পি গুটোবার ভোঁ।

তার আগে একবার চট করে চক্কর দিয়ে আসা চাই নতুন শহর। দেখে নেওয়া চাই দোকানপাট রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি আর মেয়েমানুষের বাজার। পণ্ডিত মশায়রা এক কথায় যাদেরকে বলেন সভ্যতা।

সভ্যতার সোয়াদও একবার নেওয়া চাই। পয়সা বাজালেই যার সব দরজা খোলা সবখানে কুর্নিশ।

তারপর? হৈ হৈ ক'রে বয়লারে কয়লা চালান করো, নোঙর তোলো টুপি হেলিয়ে দাও মাথার পেছনে। আবার জাহাজ দুলবে। দুলে উঠবে জল—নীল সমুদ্র। মাস্তুলে লাগবে রোদ বৃষ্টি ঝড়।

২

এদিকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস আখেরে বছর গুণে গুণে ঠায় বসে আছি আমি হদ্দ বেকুব। কোন কালে বহালের দরখাস্ত ঠুকে এখনও বাউণ্ডুলে বেকার।

হয়তো সে দরখাস্ত পৌঁছয়নি দফতরে। হয়তো সে দরখাস্ত জুগিয়েছে বিস্তর হাসির খোরাক।

না ফেরে না ফিরুক কপাল, না বর্ষাক কৃপাদৃষ্টি রিক্রুটিং অফিসার, মারো গুলি ধৈর্য-তিতিক্ষায় মারো গুলি ভাগ্যের তোয়াজ খেলায়। তোমরাই শোনো ওহে সুজন মাল্লা :

৩

সভ্যতার ধকলে আমি নাজেহাল।

দিব্যি দেখছি বিষমে আপোস। নগরের স্বত্ব লোটে ক্রীতদাস মালিক ও দালাল। বেশ্যাও বহুবিধ। এক, যারা শরীরের বিনিময়ে মক্কেলের পয়সা টানে। আর, যারা মুরুব্বির মন বুঝে নীতি আদর্শ সত্য প্রেম স্বাধীনতা আর হালের এজেন্সি—দেশপ্রেমের বুকনি কুটে নাস্তানাবুদ। মজার কথা বেশ কিছু কবিও জীবনপণে ঠেকে সহজ রাস্তায় এই দলে ভিড়েছেন। হায়রে কবি!

জানি না এইসব দেখে শুনে সয়ে আমি আর রক্তে মাংসে অস্থি মজ্জায় সেই ডাগর মানুষটি আছি কি না!

কিন্তু এ কথা ঠিক, আমি অসম্ভব বিরক্ত। ক্লান্ত। এ কথা ঠিক,

বেদনায় তছনছ আমার হৃদয়। আর এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত, এই সভ্যতার নাগরিক স্বত্ব ছেড়ে দিতে আমি এই মুহূর্তেই রাজী।

৪

ওহে মাল্লা, অজানা দেশের অদ্ভুত নাগরিক! আমাকেও সঙ্গী করো। চলো যাওয়া যাক।

যাওয়া যাক আবহমান অপার উদাত্ত নীলে। ঝোড়ো হাওয়ায়। স্বপ্নের অবাধ বিস্তারে।

গর্জনে ঢেউয়ে টাল খেতে খেতে কখনো উদাস রোদে কখনো তারার আলোয় গাঢ় ভাব জমানো যাবে। গড়া যাবে নতুন দল।

অবাঞ্ছিত প্রকৃতি বর্ণনা

কেউই দেখল না। শহরের প্রান্তভূমিতে শালগাছে ফুল ফুটছে, সকালের রোদে ঝলমল করছে কচুরিপানার ফুল আর শালুক ফুল, হাওয়ায় খেলছে ধানের কচি সবুজ চারা, আর চোখ তুলতেই হায় হায় কাশফুল! কাশফুলের বনে ফড়িং প্রজাপতির নাচ, কাশফুলের বনে তুমুল ঝড়।

কেউই দাঁড়াল না। দাঁড়ালে ঝরা শিউলি নারকেল গাছের এলানো পাতা শতচ্ছিন্ন মেঘ ঘুম জড়ানো পিউ কাঁহা আর কাক মারফত জানতে পারত, কাল সমস্ত রাত জ্যোৎস্নার কি তং ছিল।

কেউই জানল না এখন শরৎকাল।

খবরের কাগজে এরকম কোনো খবর ওঠে নি। মন্ত্রীমহোদয়দের বাণীতে এসবের কোনো উল্লেখ নেই। এখন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সময়। সবাই উদ্বুদ্ধ হ'ল। জাতির মহান সংকল্পে সাড়া দেওয়ার সময়। সবাই সাড়া দিল।

ওই যে জমিটা ফাঁকা ঠেকছে আর মাটিতে কিসের দাগ ওখানে কি কোনো গাছ ছিল? কি গাছ? দেওদার? শিরিষ? বকুল? কুঠারচ্ছিন্ন গাছ থেকে রক্ত ঝরেছিল নাকি?